পরিবেশপ্রেমী যৌথ মঞ্চের একটি আবেদন

পশ্চিমবাংলার উত্তরাঞ্চলের বনাঞ্চল আমাদের গর্ব। ডুয়ার্স অঞ্চলের অন্যতম জাতীয় উদ্যান গরুমারা উদ্ভিদ ও প্রাণজপ্রজাতিতে দেশের অন্যান্য অনেক সংরক্ষিত বনাঞ্চলের তুলনায় সম্পদশালী। পরিবেশ রক্ষা বিশেষ করে বিশ্বউষ্ণায়ন রোধ করতে এই ধরণের বনাঞ্চলের আবশ্যকতা প্রশ্নাতীত।

আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে গত এপ্রিল মাসের ৩ তারিখ থেকে হঠাৎই ক্রান্তি - চালসা রাস্তার দু-ধারে নেওড়া বনবস্তির শেষ থেকে নির্দয় ভাবে শাল, চিকরাসী, জারুল ইত্যাদি গাছ কেটে ফেলা শুরু হয়। এই রাস্তাটি গরুমারা জাতীয় উদ্যানের মধ্য দিয়ে কেবল গেছে তাই নয় হাতি, গৌর, হরিণ, লেপার্ড এবং বেশ কিছু বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ আইন দ্বারা সংরক্ষিত সরিসৃপ ও পক্ষীপ্রজাতির পারাপারের জায়গা। বন্যপ্রাণের আবাসস্থল হিসাবে গরুমারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও জলাভাবে অনেক বন্য প্রজাতিদের এই রাস্তা পারাপার করে নেওড়া নদীতে জল খেতে যেতে হয়।

বিভিন্ন সময়ে লাটাগুড়ি সহ জলপাইগুড়ি জেলা তথা সারা রাজ্যের বনাঞ্চল ও প্রকৃতি প্রেমী মানুষ এ ধরনের দূর্ঘটনা রোধ করতে রাস্তায় বেপরোয়া গাড়ী চলাচলের নিয়ন্ত্রন সহ বেশ কিছু বিকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু এই সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে কোন এক অজ্ঞাত কারণে পুলিশ প্রশাসনের সহায়তায় একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ছোট বড় প্রায় সাড়ে পাঁচশত গাছ কেটে ফেলা হয়। যদিও শোনা যাচ্ছে যে একটি উড়াল পুল তৈরীর জন্য এই জঘন্য ঘটনা ঘটানো হয় তবুও স্থানীয় বন প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে তাদের অজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন। গত ৬ই এপ্রিল স্থানীয় এবং জেলায় পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগী মানুষজন প্রতিবাদে পথে নামলে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমরা মর্মাহত যে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ সহ ও বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ সম্পর্কিত আইন ভেঙ্গে যারা প্রায় ৫৫০ গাছ কেটে ফেলা এবং আরও কয়েকশ গাছকে কেটে ফেলার জন্য চিহ্নিত করার মত ঘৃন্য কাজ করলেন তাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে এই আইনের পক্ষে যারা দাঁড়ালেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হল।

এ সব সত্বেও আমরা আশ্বস্ত হলাম যে আন্দোলনকারীদের পক্ষের কিছু মানুষের শুভ উদ্যোগে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টে সুবিচারের আবেদন করা হয়। প্রথমে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট এবং পরে ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইবুনালের পূর্বাঞ্চলীয় আদালত নির্বিচার বৃক্ষছেদনদের উপর তিনটি পর্যায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন।

উত্তরবঙ্গ সহ আমাদের দেশের মানুষ বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই আমাদের দেশ জীববৈচিত্র সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্বে সামনের সারিতে। বনাঞ্চলের মানুষের উদ্যোগেই আমাদের রাজ্যের বনাঞ্চল সমৃদ্ধ হয়েছে এবং ‘পল গেটি’ পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছে। আমাদের দেশের বন, বন্যপ্রাণ, বনবাসী মানুষের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেছে। এদেশের সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলি কয়েক শতকের সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ফসল। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে অরণ্য ধ্বংস করা কোন ভাবেই সমর্থন যোগ্য নয়। আমরা কেউ কোন ধরনের উন্নয়ন বিরোধী নই। বরং পরিবেশ বান্ধব স্থিতিশীল উন্নয়নের পক্ষে আমরা স্পষ্টতই অবস্থান করি। কোন উন্নয়নই মানুষকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। উপরোক্ত কারণে আমাদের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ উত্থাপন করা হচ্ছে।

১) কী ধরনের উন্নয়নের কারণে অসংখ্য বৃক্ষছেদন করা হল জনশুনানীর মধ্য দিয়ে বনবাসী ও পরিবেশ রক্ষার পক্ষে সমস্ত মানুষকে অবগত করতে হবে।

২) যে কোন উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিবেশের উপর বিরুপ প্রভাব ফেলতে বাধ্য। আমরা মনে করি যে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত বনাঞ্চলে উন্নয়নের কারণে গাছ কেটে ফেলার প্রভাব (Environmental Impact Assesment) বিজ্ঞান সম্মতভাবে সমীক্ষা করে তার প্রতিকারের উপায় (Environmental Management Plan) এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের

পরিকল্পনা (Wildlife Management Plan) তৈরী করতে হবে ও তা জনসাধারণের গোচরে আনতে হবে।

৩) ইতিমধ্যে এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিকল্প ভাবনা থাকতে পারে কি না যার মধ্য দিয়ে গরুমারা বনাঞ্চলকে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করা যায় তা ধৈর্য সহ শুনতে হবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪) গরুমারা জাতীয় উদ্যান সহ এ অঞ্চলে আরও যে সমস্ত বনাঞ্চল রয়েছে সেগুলি উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণের উপযুক্ত আবাসস্থল (Habitat) হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫) বনবাসী মানুষদের অধিকার রক্ষা এবং অরণ্যবাসীদের অধিকার রক্ষা (FRA) আইন ২০০৬ অনুযায়ী উপযুক্ত বন্যপ্রাণ আবাসস্থল (CWH) তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন এ দেশের ঘোষিত নীতি। এই নীতি লঙ্ঘিত হলে আমরা চুপ করে থাকতে পারি না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মাননীয় আদালত আমাদের এই বিশ্বাসকে শক্তিশালী করবেন। ইতিমধ্যে বেশকিছু মানুষ বনাঞ্চল রক্ষার এই আন্দোলনে তাদের সমর্থন জানিয়েছেন। কিন্তু ব্যাপক মানুষের নৈতিক সমর্থন ছাড়া বন ও পরিবেশ রক্ষার কোন আন্দোলনই সফল হয় নি। এ উদ্দেশ্যে ৩০শে এপ্রিল বাইক র‍্যালি, ৭ই মে লাটাগুড়িতে কনভেনশন সংগঠিত হবে। সমস্ত মানুষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষে সারা উত্তরবঙ্গ জুড়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ ও প্রচার অভিযান চলবে। সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ কাম্য।

পরিবেশপ্রেমী যৌথ মঞ্চ
লাটাগুড়ি, গরুমারা